অগ্নি-প্রশিক্ষণ

■ কৃষ্ণনগর: হঠাৎ অফিসে আগুন লাগলে কী ভাবে আগুন নেভানোর কাজ করবেন অফিসার ও কর্মীরা, বুধবার তার মহড়া হয়ে গেল জেলাশাসকের অফিসে। এ দিন সকালে কৃষ্ণনগরে জেলাশাসকের অফিসে মহড়ার প্রথম দফায় উপস্থিত ছিলেন অফিসাররা। পরে এ দিন দুপুরে দ্বিতীয় দফার মহড়ায় অংশ নেন জেলাশাসকের অফিসের কর্মীরা। এ দিন নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) প্রিয়াঙ্কা সিংলার উপস্থিতিতে এই মহড়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কৃষ্ণনগর দমকল কেন্দ্রের আধিকারিকরা।

Office of the Dist. Information & Cultural Officer Nadia

জেলায় স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর: মেরেকেটে ফুট বারো চওড়া রাস্তা। পাশাপাশি দু'টো বড় গাড়ি যাওয়াই দুষ্কর। সঙ্কীর্ণ ওই রাস্তার পাশেই ফুটপাথ দখল করে চা-পানের দোকানের সারি। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে বাস। যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য। নদিয়া জেলার করিমপুর, মায়াপুর, কালনাঘাটে এ চিত্র ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হামেশাই দেখা যায়। জেলা অন্যতম ব্যস্ত ওই রুটগুলির প্রান্তিক স্টপেজে কোনও বাসস্ট্যান্ড নেই। ফলে রাস্তার উপরেই একাধিক বাস দাঁড়িয়ে থাকে। এতে যানজট ও লোকজনের ভোগান্তি দুইই মাত্রা ছাড়ায়। মাস খানেক আগে জেলা পরিবহন দফতর ওই সব জায়গায় পাকাপাকি বাসস্ট্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ বার হয়ত নিত্যদিনের ঘিঞ্জি থেকে মুক্তি মিলবে। এই আশা করছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে বাস শ্রমিকেরা।

করিমপুর, শান্তিপুরের নৃসিংহপুর (কালনাঘাট), মায়াপুর ও স্বরূপগঞ্জ ঘাট এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজন একাধিকবার পাকাপোক্ত বাসস্ট্যান্ড তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু অনেকদিন ধরেই তাতে কোনও ফল মিলছিল না। এ বার ওই চারটি জায়গায় বাস টার্মিনাস তৈরি হবে বলে জমি চিহ্নিত করে রাজ্য পরিবহণ দফতরে প্রস্তাব পাঠাল জেলা পরিষদ। সম্প্রতি জেলাপরিষদ জমি চিহ্নিত করার পাশাপাশি বাস টার্মিনাসের জন্য পরিবহণ দফতরের কাছ থেকে টাকাও চেয়েছে। সভাধিপতি বাণীকুমার রায় বলেন, "করিমপুর থেকে শুরু করে নৃসিংহপুর, স্বরূপগঞ্জ এবং মায়াপুরে বাস টার্মিনাস না থাকায় যানজট থেকে নানা ধরনের সমস্যা হয় ঠিকই। সে জন্য জেলা পরিষদ ওই চারটি জায়গায় বাস টার্মিনাস গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ওই চারটি জায়গায় জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। টাকা চেয়ে আমরা রাজ্য পরিবহণ দফতরে চিঠিও পাঠিয়েছি।" সভাধিপতির দাবি, পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। তাঁরা অর্থ মঞ্জুরে সম্মত হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ লাগোয়া করিমপুর গুরুত্বপূর্ণ ব্লক সদর। করিমপুর থেকে প্রতিদিন কৃষ্ণনগর-সহ জেলা বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল করে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন রুটেও করিমপুর থেকে বাস ছাড়ে। কলকাতা ও বর্ধমানের অনেক বাসও ছাড়ে করিমপুর থেকে। করিমপুর থেকে দিনে প্রায় দেড়শো বাস ছাড়ে। কিন্তু এখানে কোনও বাস টার্মিনাস নেই। করিমপুর-কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কের দু'পাশে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে যানজটে নাকাল হতে হয় করিমপুরবাসীকে। স্থানীয় বাসিন্দা সৌমিত্র বিশ্বাস বলেন, "বাস টার্মিনাস না থাকায় সমস্যায় থাকি। নিত্যদিন যানজট লেগে থাকে। বাস টার্মিনাস হলে করিমপুর যানজট থেকে মুক্তি পেত।"

তবে জেলাপরিষদের এক আধিকারিক জানান, করিমপুর রেগুলেটেড মার্কেটের প্রায় দেড় একর জমি বাস টার্মিনাসের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে বাস টার্মিনাসের প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে যাত্রী সেড এবং শৌচাগার তৈরি করা হবে। এ জন্য পরিবহণ দফতরের কাছে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। শান্তিপুরের নৃসিংহপুর ঘাটে (কালনাঘাট) থেকেও কৃষ্ণনগর-সহ জেলার বিভিন্ন রুটের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগণার কিছু রুটে প্রায় ৩০টি বাস চলাচল করে। তাছাড়াও কালনাঘাট পার হলেই বর্ধমানের কালনা পুর এলাকা। ফলে প্রচুর লোক এই দিক দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু সেখানে বাস টার্মিনাস না থাকায় রাস্তার ওপর দাড়িয়ে থাকে বাস। যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বিভিন্ন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। ওই এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, "বাস টার্মিনাস না থাকায় সমস্যা অন্ত নেই।" জেলা পরিষদ সূত্রের খবর, সেখানে নদীর ধারে বাস টার্মিনাস তৈরি হবে। এ জন্য খরচ হবে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। একই ভাবে নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জঘাটে বাস টার্মিনাস নেই। সেখান থেকে বিভিন্ন রুটে ২০টির উপরে বাস চলাচল করে। ফলে সেখানেও সমস্যা হয়। সেখানে বাস টার্মিনাস গড়তে খরচ হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। স্বরূপগঞ্জে বিঘে দুয়েক জমিতে বাস টার্মিনাসের তৈরি হবে। তাছাড়াও মায়াপুরে বাস টার্মিনাস গড়ার জন্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা লাগবে। জেলা বাস ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অশোক ঘোষ জানান, ওই চারটি জায়গায় বাস টার্মিনাস না থাকায় গাড়ি পার্কিং থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। যাত্রীদেরও অসুবিধা হয়। তাই তাঁরা চান দ্রুত বাস টার্মিনাস তৈরি হোক।

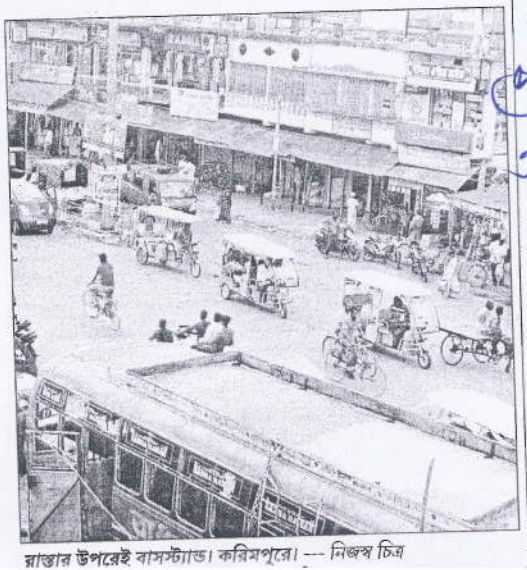

রাস্তার উপরেই বাসস্ট্যান্ড। করিমপুরে। — নিজস্ব চিত্র

Office of the Dist. Information & Cultural Officer Nadia

কল্যাণীর প্রাণী খামারে নয়া উদ্যোগ

এই সময়, কল্যাণী: ফিরতে চলেছে কল্যাণীর রাজ্য প্রাণী খামারের হৃত গৌরব। ফলে বেকার যুবকরা যেমন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন, আবার দুধ, মাংস, ডিমের ঘাটতি পূরণ করতে সহায়ক হবে এই কেন্দ্র। শাহিওয়াল, গির ইত্যাদি উন্নত প্রজাতির উন্নতমানের গো-বীজ উৎপাদনের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ খামার। ফার্মের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবাশিস দত্ত বলেন, 'উন্নত প্রজাতির পুরুষ বাছুর প্রজনন করে তার বীর্য সংগ্রহ করে হরিণঘাটা, শালবনি ও বেলডাঙার ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গোরু পাওয়ার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা।' প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, 'প্রাণিপালকদের কাছে খুব সহায়ক হবে এই খামার। তাঁরা স্বরোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবেন সহজেই।'

ফার্মের যুগ্ম অধিকর্তা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'বাংলার সেরা প্রজাতির ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট পালন করে বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নির্ভর করতে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে।' সাতগাছিয়া গ্রামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অলিন্দ বিশ্বাস বলেন, 'কুড়ি বছর ধরে ছাগল পুষলেও তা লাভজনক হয়নি। কারণ রোগ পরিচর্যা ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা আগে কখনও ভাবিনি। এখানে প্রতিপালনের অনেক কিছু ব্যাপার জানতে পারলাম।' হুগলির মগরা থেকে এসেছিলেন দীপা রায়। তিনি বলেন, 'এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাগল পুষে ব্যবসা শুরু করব। সংসারে সুরাহা হবে।'

৪২০ একর জমি রয়েছে রাজ্য প্রাণী খামারে। পুরোনো গৌরব ফেরাতে বরাপানির গবেষণাকেন্দ্র থেকে নতুন প্রজাতির খরগোশ আনা হয়েছে এখানে। কোলেস্ট্যারল-মুক্ত মাংস হিসেবে খরগোশ জনপ্রিয় হয়েছে। প্রাণীজ প্রোটিন ও চর্মশিল্পর জন্য খরগোশ প্রতিপালন করা হচ্ছে এখানে।

জল ছাড়া জীবনযাপনে সক্ষম বিশেষ প্রজাতির খাকি ক্যাম্বেল হাঁস প্রতিপালন করা হচ্ছে এখানে। অন্য হাঁসের তুলনায় দেড়গুণের বেশি ওজনের ডিম দেয় এই হাঁস। বছরে ২৮০ -৩১০টি ডিম পাড়ে, যা পালনে বিশেষ লাভজনক। একদা এই খামার বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। এর পরে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে হাল ফেরে।

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২
ভারত সরকার
৪২সি, জেএল নেহেরু রোড, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৮ম তলা, কলকাতা-৭০০০৭১
রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট এর ধারা ১৯(৪) সাল ১৯৯৩

পৃষ্ঠা - ১১

এই সময় ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৬

Craft training for women

SUBHASISH CHAUDHURI

Krishnagar, Nov. 30: A retired police constable in Nadia has been teaching village women how to make handicrafts so that they can augment their family income.

Lalmohan Guria, a resident of Bhandarkhola village in Krishnagar, has trained around 100 women belonging to the below-poverty-line category since February this year. The women are wives of cycle-van operators, marginal farmers and drivers.

Every day from morning to evening, Guria visits villages in the area to organise free sessions on how to make home decor and other items such as models of Lalan Fakir, lamp shades, flower vases, trays, tooth brush holders, decorative containers, fruit boxes, spice containers, jewellery boxes, pen stands and flower pot holders.

A devotee of folk singer Lalan Fakir, Guria said: "I learnt from Lalan's songs that man is the ultimate God. So, by helping the poor, I feel I am praying before God."

Lalmohan Guria teaches women how to make handicrafts in Nadia. Picture by Pranab Debnath

The women, who have started making handicrafts, have been selling them in village fairs. The prices range between Rs 20 and Rs 500 apiece.

"I use easily available materials such as jute and wood. I supply the materials and teach the women how to prepare the handicrafts. At times, I also take the products to fairs," Guria said.

The materials required to make the handicrafts include jute threads, needles, adhesives, scissors, chisels, hammers and other carpentry tools. The retired policeman said he had spent Rs 4,000 to buy the tools.

"This is my passion. I am not a trained artisan. During my life as a constable, I could not do all this. After retirement, I decided to share my knowledge with the village women, who find it difficult to make ends meet," said Guria, who has organised a number of handicrafts exhibitions on Lalan Fakir and of home decor at the Academy of Fine Arts and the Gaganendra Shilpa Pradarshanshala in Calcutta.

A share of the profits from the exhibitions goes to the village women.

"My desire to help the villagers became stronger after I retired and shifted to my home in Bhandarkhola in February this year. I found that a large section of the people is extremely poor. My objective is to make them independent," Guria said.

Pratima Debnath, whose husband is a cycle-van operator, said: "We are very poor. My husband earns only Rs 2,000 a month. To give him some support, I used to roll *beedis* at times. I could not do it often as I am allergic to tobacco dust. In the past seven months, I have been making jute products."

Guria said he was "fascinated" by the "philosophy of Lalan Fakir".

"I have read a lot about him and also listen to his songs. I try to share his thoughts with these people and encourage them to be good human beings," he said.

Page - 08

The Telegraph 1st December 2016

The babies are in Diamond

Net gain for Shantipur handloom industry

Ravik Bhattacharya
Ravik.Bhattacharya@hindustantimes.com

KOLKATA: The handloom industry of Shantipur is now seeing hope through online sales, which have helped eliminate middlemen.

On the other hand, customers are also getting saris at a cheaper rate. Around 20,000 weavers are slowly seeing good days after tying up with Amazon to showcase and sell products across the country. The initiative, which started just before the festive season, is slowly but steadily getting popular.

"Now I get orders from across the country, especially from South Indian states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala, among others. Orders are also coming from Delhi, Assam, Maharashtra as well," said Gopal Pramanik, secretary of Shantipur Handloom Weavers Consortium.

"The initiative was taken just before July where we got connected with Amazon. We also got training from them. We sent our designs and they were approved and put up on the site. I myself was able to sell over 150 saris through the site," said Gopal.

AROUND 20,000 WEAVERS ARE SLOWLY SEEING GOOD DAYS AFTER TYING UP WITH AMAZON TO SHOWCASE AND SELL PRODUCTS ACROSS THE COUNTRY

Shantipur once boasted of more than 40,000 weavers. But with the mushrooming powerloom in the area, the handloom faced tough competition and slowly started to die down.

Once there were over 40,000 weaver families in Shantipur and now it has come down by half. "We are almost losing competition to powerlooms, which have come up in large numbers here. But through the help of central and state governments, we were putting up a fight. But now, through online shopping portals we are seeing some hope of revival," said Swadesh Pramanik, Santipur Kutirpara Cooperative Weavers Society Ltd.

Now, consortium of weavers sends designs which after selection get showcased in the online shopping portals. The sellers directly call them and the items are shipped to their doorsteps. The weavers get paid after 10 days through their bank accounts.

"Authentic handloom products on Amazon.in have always found place with millions of customers across the country. We enable weavers to address this demand by making their unique products available to the consumers' doorsteps in all corners of India, while ensuring they get the right value for their offerings," said Gopal Pillai, director & GM, Seller Services, Amazon India.

According to weavers, the traditional mode of selling their products through middlemen gave them limited reach in Bengal and buyers had to pay a high price. "For instance, a sari of Rs 450, through middlemen sells for around Rs 900 to Rs 1,000. Whereas through online shopping portals, buyers are getting it at Rs 600. It is much cheaper and we are in direct contact with buyers, some of whom also want in bulk," said Swadesh.

Page - 02

Hindustan times 1st December 2016